Semester - V

Bengali General

CODE : BNGGDSE02T

Unit - II

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুনশ্চ'

কবিতা : প্রথম পূজা

ড. বিভাবসু দত্ত

Scanned by CamScanner

রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ'

॥ ভূমিকা ॥

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। তিরিশের দশকে কল্লোল-কালিকলম-'প্রগতি' গোষ্ঠীর তরুণ কবিরা নতুন ধারার কবিতা লেখা শুরু করেন। দৈনন্দিনজীবনের খুবই সাধারণ বিষয় নিয়ে এই কবিরা কবিতা লেখা শুরু করলেন। তাঁরা গদ্যছন্দে কবিতা লিখলেন। এই কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধিতা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ, তিনি তরুণকবিদের এই অভিযোগের জবাব দিলেন কাব্যে। এই কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ, অবহেলিত তুচ্ছ মানুষ ও প্রাণীদের যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে হাজির করেছেন কবি। ফলে শালিখ, মাকড়সা, পিঁপড়ে, পথের কুকুর, গুবরে পোকা সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঠাঁই পেয়েছে। তরুণ কবিদের মতো তিনি কাব্যরীতির পরিবর্তন ঘটালেন। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দের ব্যবহার করলেন। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় গদ্যকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন:

> "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তা-ও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।"

Scanned by CamScanner

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।

Scanned by CamScanner

একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ
দেউলের আঙিনা পূজারীদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে নতুন পূজাবিধির আড়ালে—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত—আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়—
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয়, অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত,
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর-মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা,
চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।
মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা।
পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড়;
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া-ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি,
কথক পড়ছে রামায়ণকথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে;
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায়,
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।
কিংখাবে ঢাকা পাল্কিতে ধনীঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিংকরের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়—
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়—
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপতণ্ডুল।

থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি
'জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়'।

Scanned by CamScanner

কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব—
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি।
শুক্লত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে।
আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।

বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে
কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু-গুরু-গুরু-গুরু।
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে।
হাতি বাঁধা ছিল,
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে
ছুটল চার দিকে
যেন ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ।
তুফান উঠল মাটিতে—
ছুটল উট মহিষ গোরু ছাগল ভেড়া
ঊর্ধ্বশ্বাসে, পালে পালে।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায়—
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া, ওঠে গরম জল—
ভীম-সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢং ঢং।
আচম্কা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।
পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে।

Scanned by CamScanner

আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁওয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌বিদিক যখন শোকার্ত
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত পণ্ডিত এল।
দেখলে বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ,
দেবতার বেদীর উপরের ছাদ পড়েছে ভেঙে।
পণ্ডিত বললে সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে।
রাজা বললেন, 'সংস্কার করো।'
মন্ত্রী বললেন, 'ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে,
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।'
কিরাতদলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ।
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।'
'আমাদের 'পরে দেবতার ওই কৃপা'—
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?'
মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।'

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল।
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না—
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, 'ত্বরা করো, ত্বরা করো—
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।'
মাধব জোড়হাতে বলে, 'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ।'

Scanned by CamScanner

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধমাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, 'একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে।'
মাধব প্রণাম করে বললে, 'আমি কে যে উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে।
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।'

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল—
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল, পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—
'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

Scanned by CamScanner

'প্রথম পূজা' কবিতাটি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ৪০ সংখ্যক কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একাত্তর বছর। কবিতাটি শান্তিনিকেতনে ১৩৩৯ সালের ২৮ শ্রাবণে রচনা করেন।

'প্রথম পূজা' কবিতাটি আখ্যানধর্মী কবিতা। বিংশ শতকের তিরিশের দশকে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন হয়। দক্ষিণভারতে তিরিশের দশকে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে আন্দোলন হয় গান্ধীজী এর নেতৃত্ব দেন। জাত-পাত নিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিত। অস্পৃশ্যদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার এত বেশী রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছিল তারই ফসল হল এই 'প্রথম পূজা' কবিতাটি। এই 'প্রথম পূজা' কবিতায় আছে— ইতিহাস আর আদিবাসী কিরাত জাতির ভক্তিবাদী চিত্ত শিল্পমনস্তার রূপায়ন।

'প্রথম পূজা' একটি দীর্ঘ আখ্যানধর্মী কবিতা। ১০/১১টি স্তবক আছে এই কবিতায়। ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত। লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা সুদূর অতীতকালে এই মন্দিরের ভিত পত্তন করেছিলেন, হনুমান মন্দিরের জন্য পাথর এনেছিলেন। ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন, এই মন্দির কিরাত জাতির দ্বারা নির্মিত এবং মন্দিরের দেবতাও কিরাতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় রাজা যখন দেশ জয় করেন তখন

Scanned by CamScanner

মন্দিরের পূজারিদের হত্যা করেন কিন্তু দেববিগ্রহটি অক্ষত থাকে। সেসময় এই বিগ্রহের পূজা শুরু হয় নতুন নামে, নতুন নিয়মে। মন্ত্রীদের বিচারে কিরাতরা অস্পৃশ্য। তাই মন্দিরে কিরাতদের প্রবেশের অধিকার বন্ধ হয়ে যায়।

সমাজের বাইরে নদীর পূর্বপারে কিরাতরা থাকে। মন্দিরে প্রবেশাধিকার কিরাতদের না থাকায় ওরা বাইরেই নাম-ভজন করে। পাথরের মূর্তি নির্মাণে কিরাতরা দক্ষ। পিতলের উপর রুপোর ফুল তুলে ওরা শিল্পসৃষ্টি করে। ক্ষত্রিয়রা এদের রাজ্যশাসন বা অস্ত্রবিদ্যার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বিদ্যার্জনের সুযোগ থেকেও ওরা বঞ্চিত। কিরাতরা দূর থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

বর্তমানে পুনর্নির্মিত ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরে পূজার উৎসব শুরু হয়েছে। মঞ্চের উপর বাঁশি, মৃদঙ্গ ও করতালের বাজনা বাজছে। সারা মাঠ জুড়ে তাঁবু পড়েছে। মাঝেমাঝেই ধ্বজার বাহার। পথের দুধারে দোকানীরা নানারকমের পসরা সাজিয়ে বসেছে। ঐসব দোকানে তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড়, ছেলেদের খেলার জন্য কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি, আর্যের উত্তরীয়, ফুল - মালা - ধূপ - বাতি - ঘড়া ভর্তি তীর্থের জল ইত্যাদি রকমারি জিনিস সাজানো আছে। এই সবেই- বাজিকর জাদুর খেলা দেখাচ্ছে। কথকঠাকুর সুরেলা গলায় রামায়ণ পাঠ করছেন। এখানে সশস্ত্র প্রহরী ঘোরায়

Scanned by CamScanner

চড়ে টহল দিচ্ছে। কেউ যাচ্ছে চার পাল্কীতে চড়ে ও রানী গৃহিণী চলেছেন — এর সামনে ও পেছনে চলেছে কিছু লোকের দল। নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা ও সন্ন্যাসী ভিড় করছে। মেয়েদের ভক্তি বেশি। ওরা তাদের ভোগের জন্য ফল, মিষ্টি, দই, ঘি, আতপ চাল ভোগের জন্য সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে ত্রিলোকেশ্বরের জয়ধ্বনি। আগামীকাল শুভলগ্নে রাজা আসবেন প্রথম পূজা দিতে। স্বয়ং মহারাজার রাজহস্তীতে চড়ে আসবেন তিনি। প্রবেশপথের দু-ধারে সারি সারি কলাগাছ পোঁতা হয়েছে, আম্রপল্লব, মঙ্গলঘট আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে পথ আর পথে ছড়ানো হচ্ছে গন্ধ-বারি।

শুক্লা একাদশীর রাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিল। দুর্নিরীক্ষ্য মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল মন্দির — দেবতা হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। পণ্ডিত বিধান দিলেন আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই মন্দির সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে। মন্ত্রী জানালেন, অদ্ভুত শিল্পী ছাড়া পাথরের কাজ কেউ করতে পারেনা। কিন্তু সমস্যা হল- শিল্পীদের স্পর্শে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। রাজা শিল্পীদের দলপতি মাধবকে ডেকে আনলেন। বৃদ্ধ মাধব এলেন, তাঁর মাথার চুল সাদা, গায়ে সাদা চাদর জড়ানো।

Scanned by CamScanner

পরিধানে পীতবস্ত্র, গায়ের রং তামার মতো, কটিপর্যন্ত অনাবৃত। চোখের দৃষ্টি সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ। মাইতি, তেজারু পায়ের কাছে-অসংখ্য কুন্দফুল দুহাতে ছড়িয়ে দিলেন। রাজা মাইতিকে বলেন, 'তোমার না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।' প্রত্যুত্তরে মাইতি মহারাজকে প্রণাম করে জানিয়েছে: 'আমাদের পাশে ওই দেবতার কৃপা। রাজা নৃসিংহদেব বলেছেন 'চোখ বেঁধে কাজ করতে হবে যাতে দেবতার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে।' মাইতি বলেছে: অন্তরের দৃষ্টি দিয়েই ~~অন্তর্যামী~~ অন্তর্যামী- তাকে দিয়েই- কাজ করিয়ে নেবেন। যতক্ষণ কাজ চলবে ততক্ষণ চোখ খুলব না।

কাজ এগিয়ে চলল। বাইরে শিল্পীদের দল মন্দিরের বাইরে কাজ করে আর ভিতরে চোখ বাঁধা অবস্থায় মাইতি দেবতার মূর্তি তৈরির কাজ করে। মন্ত্রীরা তাগাদা দেয় মাইতিকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য। মাইতি হাতজোড় করে জানায়: 'যার কাজ তাঁর নিজেরই তাড়া আছে, সে তো উপলক্ষ্য মাত্র।'

অমাবস্যার পর আবার শুক্লপক্ষ এলো। মাইতি চোখবাঁধা অবস্থায় মূর্তি তৈরি করে, অঙ্গুলের স্পর্শে যেন মূর্তির সঙ্গে কথা বলে। পণ্ডিতেরা ~~জানি~~ জানিয়েছে একাদশীর দিন রাতে প্রথমপুজো হবে। অতএব তার আগেই শেষ করতে হবে মূর্তিটি। মাইতি জানায়, সে নিমিত্ত মাত্র, কাজ শেষ হলেই খবর দেওয়া হবে — বেশি তাড়া দিলে কাজে ব্যাঘাত হবে।

Scanned by CamScanner

একাদশীর দিন, মাধব জানালাই যে তাঁর কাজ শেষ। প্রহরী মারফত খবর পাঠালেন যে তাঁর কাজ শেষ। চোখের বাঁধন খুলে মাধব দেবতার মাধব হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে বসে একদৃষ্টিতে দেবতার মুখের দিকে অবাক নিমেষে তাকিয়ে থাকলেন। হাজার বছর পরে খুশির হাসি দেখালেন। মাধবের চোখ দিয়ে অবিরাম জলধারা বয়ে। দেবতার সঙ্গে ভক্তের দেখা হল।

মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন মাধব তখন নতমস্তকে বেদীমূলে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে মাধবের মস্তক ছিন্ন করলেন। মাধবের এই প্রণাম অর্ঘ্যই দেবতার পায়ে প্রথম পূজা। আর মাধবের জীবনে শেষ প্রণাম।

'প্রথম পূজা' কবিতাটি বর্ণনামূলক কবিতা। সংলাপ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বাচনভঙ্গিমায় তীক্ষ্ণ, কোথাও বা অসাধারণ সংযম রয়েছে। যেমন, রাজা বললেন, "সংস্কার করো।" আবার মাধবের সংক্ষিপ্ত বাচনে হৃদয়ের ভাব সুস্পষ্ট— "যার কাজ তারই নিজের আছে ভার, / আমি তো উপলক্ষ" ইত্যাদি।

এই 'প্রথম পূজা' কবিতায় নাটকীয় উৎকণ্ঠার চরমে পৌঁছে শেষে দেখা গেছে সেই মর্মান্তিক জোরালো দৃশ্য। রাজার তরবারির আঘাতে ছিন্ন হয়েছে মাধবের শির। ধর্মতন্ত্রকে ধর্মের স্থানে বসালে যে কী ভয়ঙ্কর অকল্যাণ ঘটে, কীভাবে পূজার সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে 'প্রথম পূজায়'

কথার মধ্যে। এই কবিতায় রাজাদের যে বর্ণতন্ত্র তাকে ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যে কিরাতেরা অস্পৃশ্য, যাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই — সেই কিরাত বংশীয় মাধবকে দিয়ে মূর্তি গড়িয়েছেন রাজা কিন্তু চোখ বেঁধে সেই মূর্তি গড়তে হয়েছে — পাছে দেবতা অস্পৃশ্য হয়ে যান। 'প্রথম পূজা' কবিতার সমাপ্তিটি অসাধারণ। দেবতার মূর্তি নির্মাতা মাধব বিগ্রহ নির্মাণ সমাপ্ত করে নিজের চোখের বাঁধন খুলে ফেলে দেবতার মুখের দিকে অবাক বিমুগ্ধ তাকিয়ে থেকে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। রাজা মন্দিরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে তরবারি দিয়ে মাধবের মস্তক ছিন্ন করলেন। মাধবের হীনদশা দেবতার পায়ে শেষ প্রণাম। আর মাধবের এই প্রণামই হল দেবতার প্রথম পূজা।

১৯৩১–৩২ খ্রিস্টাব্দে অস্পৃশ্যতার সমস্যা এদেশে জটিল আকার ধারণ করে। সামাজিক সমস্যা রাজনৈতিক চেহারা নেয়। দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। কেলাপ্পন নামের জনৈক নেতা বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য সমস্ত মানুষের জন্যে মন্দিরের দ্বার অবারিত করার আন্দোলন ঘোষণা করেন, গান্ধিজি, আম্বেদকর — তাঁরাও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ উদারপন্থী কবি ও চিন্তক, তিনি আন্দোলনের সামিল না হলেও নৈতিক ও মানসিক দিক থেকে দূরে ছিলেন না। সংবেদনশীল কবি হিসেবে তিনি জাতি–বর্ণ–ধর্ম–সম্প্রদায়ের বিভেদপন্থার বিরোধী মানবতাবাদের অগ্রণী উপাসক। এই 'প্রথম পূজা' কবিতায় অখণ্ড অস্পৃশ্যতাজনিত এই সামাজিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি নয়, আলোচনাক এই নিষ্ঠুর অপরাধের প্রতিবাদ করেছেন মানবতাবাদী কবি। 'প্রথম পূজা' কবিতায় ধর্মীয় ও বর্ণগত এই সমস্যাকে তিনি ব্যাখ্যায়িত করেছেন কবি।

Scanned by CamScanner

‘প্রথম পূজা’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ণ-জাতিভেদ প্রথার অমানবিকতার একটি অনবদ্য আখ্যান শুনিয়েছেন। ভারতের জাতি-বর্ণ-ধর্মের মানুষে-মানুষে বিভেদের যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে তা মানবতা ও মানব সত্তার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেছেন।

লোকশ্রুতি এই যে প্রাচীন ত্রিলোকেশের মন্দির বিশ্বকর্মার হাতে গড়া, সেই কোন্ মান্ধাতার আমলের মন্দির। ইতিহাসবিদ বলেন যে, ‘এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া, এ দেবতা কিরাতের।’ কিরাত দেবতা এখানে পূজিত হতেন। একদা কিরাতদের জয় করলেন ক্ষত্রিয়রাজা নৃসিংহ-রায়। নতুন পূজা-বিধি চালু হল। দেবতাকে আর্যদেবতা হিসেবে পূজা শুরু হল — নতুন পূজা বিধি। কিরাতরা তাদের কাছে অস্পৃশ্য, অশুচি। কিরাতদের পেশা ছিল পাথরের কাজ।

এই ত্রিলোকেশের মন্দিরের উৎসব অনুষ্ঠান হত কার্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে। ঐ উৎসবের প্রস্তুতির মধ্যেই হঠাৎ ভূকম্পন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মন্দির এবং দেবতা। পাথরের কাজ কিরাত ছাড়া কেউই করতে পারে না। ~~পণ্ডিত~~ পণ্ডিতরা বিধান দিলেন আগামী পূর্ণিমায় এই দেবতার পূজা দিতে হবে। অতএব মন্দির সংস্কারের জন্য কিরাতদের ডাক পড়ল। রাজার আহ্বানে কিরাতসর্দার মাধব আসে, অধোমুখে কুন্দফুল পায়ের কাছে রেখে স্পর্শ বাঁচিয়ে প্রণাম করলেন। রাজা চোখ টিপে কাজ করার নির্দেশ দিলেন।

মন্দিরের বাইরের সংস্কার করতে থাকে।

Scanned by CamScanner

ক্রীতদল আর ভিতরে মিস্ত্রি কালো কাপড়-বাঁধা চোখে কাজ করে আর ধ্যান করে, গান গায়, আর তাঁর আঙুল চলতে থাকে। একাদশীর রাতে মিস্ত্রি প্রহরীকে দিয়ে খবর পাঠায় তার কাজ শেষ হয়েছে।

মিস্ত্রি চোখের বাঁধন খুলে হাঁটু গেড়ে বসে দেবদর্শন করতে, আর 'হাজার বছরের মূর্তি দেখা দেবতার মধ্যে ভক্তের।' এ দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ নৃপতি নৃসিংহ রায় তুলে নিলেন তরবারি —

'রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।'

এ পূজা বর্ণগৌরবান্বিত আধিপত্যবাদী অহংকারের বিপ্রতীপে ত্যাগ-মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল দীপ্ত অসাধারণ আত্মসমর্পণ।

বর্ণহিন্দুদের একাধিক নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও সোচ্চারে প্রতিবাদ করেছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

মিস্ত্রির আত্মদানের মধ্যে দিয়ে এই কবিতায় হিন্দুধর্মের জাতিভেদ, আচার-সর্বস্ব দুর্নীতি, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্র প্রতিবাদের সুর অনুভব করা যায়।

'প্রথম পূজা' কবিতায় মমতাহীনের যন্ত্রণা, দুঃখ, মুক্তির জন্য প্রত্যাশার ফলাফল সবই আসে বিষাদময়তা।

'প্রথম পূজা' শব্দব্যবহারের মধ্যে কবি যেন রাজনীতি ধর্মতন্ত্রের কূটজালেই তীব্র স্রোতের মুখে প্রশ্ন করেছেন। কিরাত দলপতি মাধবের অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তিই হল যথার্থ দেবপূজা। দীর্ঘকাল ধরে দেবদর্শনে বঞ্চিত মাধব প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছেন। তার পরিণতি কী হবে জেনেও যেন দেবতার বেদীমূলে ভক্তিনত মনের শেষ প্রণাম নিবেদন করেছেন মাধব। কার্যত, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাধবের 'প্রথম পূজা'ই তার জীবনের 'শেষ পূজায়' পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner